চিত্রসাংবাদিকতার চার ভারতীয়

মিহিররঞ্জন মণ্ডল

সুনীল জানা

ছেলেবেলায় একটা ব্রাউনি ক্যামেরা হাতে পেয়ে ছবি তোলা শু করেছিলেন সুনীল জানা। ফোটোগ্রাফিতে উৎসাহ থেকে। বিখ্যাত আলোকচিত্রী শম্ভু সাহা ছিলেন তাঁদের পারিবারিক বন্ধু । ফোটোগ্রাফির অনেক কিছুই তাঁর কাছ থেকে শেখা ছাত্রাবস্থায় সুনীল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ১৯৪১ সাল থেকে । পার্টির তদানীন্তন সম্পাদক পি. সি. যোশী তাঁকে তাঁদের মুখপত্র 'পিপলস্ ওয়ার' (পরবর্তীকালে 'পিপলস্ এজ') -এর আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করেন।

তাঁরই অনুপ্রেরণায় সুনীল তখন কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী হিসাবে ক্যামেরা ঘাড়ে করে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেবেড়িয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশ কৃষক সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন মিটিং কভার করেছেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা হাঙ্গামা ও প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশাল জনগোষ্ঠীর সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সাধরণ মানুষজনদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের সুখ-দুঃখ, আশাআকাঙ্খা তিনি অন্তরে গভীর ভাবে উপলব্ধি করে ক্যামেরায় তা ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

১৯৪০ সালের পর থেকে আমাদের দেশে যে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল, কিছুই তাঁর নজর এড়ায় নি। অতি সচেতনভাবে তিনি তার ইতিহাস ক্যামেরার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

অবিভক্ত বাংলায় দুর্ভিক্ষের ভয়াল রূপ তিনি নিজের চোখে দেখেছেন এবং তা ক্যামেরাবন্দী করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর তোলা সেই সব ছবি আজ ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৬ সালে মহিলা চিত্রসাংবাদিক মার্গারেট বোরক্ হোয়াইট-এর সাথে তিনি দাঙ্গা উপদ্রুত কলকাতা ও নোয়াখালিতে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন। এতে তাঁর জীবনের যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল। তবে ইংরাজী ভাষাটা সুনীল ভালই জানতেন। তাই মার্গারেট বোরক্ হোয়াইট তখন তাঁকে তাঁর ব্ল্যাক্ আমেরিকান সহকারী বলে চালিয়েছিলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর সুনীল বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরে ফ্রিলান্স চিত্রসাংবাদিক হিসাবে জীবন শু করলেন। যোগ দিলেন ভিক্টর সেশুনের ফোটো এজেন্সি 'ট্রপিক্স' -এ। পরবর্তীকালে এই ভিক্টর সেশুনের মাধ্যমেই তিনি বিখ্যাত নৃ বিজ্ঞানী ভেরিয়ার এলউইনের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন।

ভেরিয়ার এলউইন তখন ভারতীয় উপজাতি নিয়ে গবেষনা করছিলেন। তাঁরই পরামর্শে সুনীল বিভিন্ন ভারতীয় উপজাতিদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য ক্যামেরা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

উপজাতি জীবনধারা সম্পর্কিত ছবিগুলি তুলতে তাঁকে কি প্রচণ্ড পরিশ্রমই না করতে হয়েছে। অনেক সময় খাদ্য ও আশ্রয় কিছুই তাঁর জোটেনি। তবুও তিনি দমেন নি। বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি এই মানুষগুলির সাথে অসঙ্কোচে মিশতে পেরেছিলেন তাঁর তোলা ছবিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

চিত্রসাংবাদিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল । ইউনাইটেড নেশনের হয়ে ছবি তুলতে তিনি একসময় পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন। প্যারিসে তাঁর সাথে বিখ্যাত চিত্রসাংবাদিক আঁরি কার্তিয়ের রেসোঁর পরিচয় হয়ছিল । ব্রেসোঁ তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন।

শহরের ইঁট, কাঠ ও পাথরের দমবন্ধ করা পরিবেশ সুনীলের তেমন ভাল লাগত না । তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠতেন । সুযোগ পেলেই তাই প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে চাইতেন। সাধারণ মানুষজনের সান্নিধ্যই তাঁর ভাল লাগত। বিদেশে গিয়েও তিনি বড় কোন হোটেলে থাকতে চাইতেন না। সে দেশের কোন সাধারণ পরিবারের মধ্যে থাকতে পছন্দ করতেন।

সুনীল জানার ক্যামেরায় প্রায়শঃ ধরা পড়ত চলমান জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত ছবি। তাই ষ্টিচেনের বিখ্যাত 'ফ্যামিলি অফম্যান'

প্রদর্শনীতে তাঁর তোলা ছবিও স্থান পেয়েছে। চিত্রসাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তাঁকে 'পদ্মশ্রী'উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সমাজসচেতন ও সংবেদনশীল এই চিত্রসাংবাদিক কয়েক বছর আগে লণ্ডনে প্রয়াত হন।

রঘু রাই

ভারতে চিত্রসাংবাদিকতায় উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব হলেন রঘু রাই। রঘুর তোলা ছবি তো শুধু ছবি নয়--এক টুকরো জীবন। আর জীবন মানেই গতিময়তা। দশ্যগ্রাহ্য আবেদনে সাড়া দিয়েও যাকে ধরা যায় না। তাকে ধরতে হয় অনুভবে।

এহেন রঘু তাঁর জীবন শু করেছিলেন খুব সাধারণভাবে । নিউজ ফোটোগ্রাফিতে হাতেখড়ি ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকায়। একসময় ওই পত্রিকার ফোটোগ্রাফি বিভাগের কর্ণধারও হয়েছিলেন। পরে আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপে যোগদান করেন। 'সানডে' ও 'নিউদিল্লী' এই দু'টি সাময়িক পত্রিকায় চিত্রসাংবাদিক হিসাবে কিছুকাল কাজ করেছেন। রঘু রাই 'ইণ্ডিয়া টুডে' পত্রিকার ফোটো এডিটর হিসাবে বেশ কিছুকাল কাজ করেছেন।

এই 'ইণ্ডিয়া টুডে' পত্রিকায় রঘু রাই -এর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্র কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে । এর বেশিরভাগ ছিল রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে। তবে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ চিত্র কাহিনীও কিছু প্রকাশিত হয়েছিল। রাজপথের ধারে এক অতি দরিদ্র বৃদ্ধ ভিখারীর সঙ্গে ছন্নছাড়া এক যুবতী ভিখারিণীর ঘরকন্নার বিষয় নিয়ে --- এমন একচিত্র কাহিনীতে গভীর মানবিকতা বোধের ইঙ্গিত রয়েছে। সাধারণ মানুষের আশা - আকাঙ্খা, সুখ - দুঃখের কথা রঘু রাই - এর ছবির মধ্যে বার বার ব্যক্ত হয়েছে।

সংবেনশীল রঘু তাঁর তোলা ছবির মধ্য দিয়ে এমন কিছ তুলে ধরেন যা পাঠককে তার পরিচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কেকিছু নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করে। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব।

'চিরতণ' রঘু এখন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রসাংবাদিক। ন্যাশানাল জিওগ্রাফি, প্যারিস - ম্যাচ, ষ্টার্ণ, টাইমস, নিউজ উইক ইত্যাদি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্র - পত্রিকায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উপরে তাঁর চিত্র কাহিনী। বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। তাজমহলের উপরেও একটি ছবির বই বার করেছেন রঘু। তাদের আশপাশে চলমান জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাজকে অতি সাধারণ ভাবে দেখিয়েছেন তিনি। বইটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে।

রঘুর চিত্রভাষায় চিত্রসাংবাদিকতার জগৎ যে সমৃদ্ধ হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্যারিসের বিখ্যাত 'বিবলোথেক্ ন্যাশানাল' তাদের সংগ্রহে রঘুর বেশ কিছু ছবি রেখেছেন।

রঘুবীর সিং

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় চিত্রসাংবাদিক রঘুবীর সিং-এর নিবাস ছিল প্যারিস শহর। ফোটোগ্রাফিতে তাঁর আগ্রহ ছেলেবেলা থেকে। সার্থক চিত্রসাংবাদিক হিসাবে প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন গঙ্গার উপর একটি ছবির বই বার করার পর। ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত পবিত্র গঙ্গার বিভিন্ন রূপকে তিনি তুলে ধরেছেন আলোকচিত্রের মাধ্যমে। এর জন্য বছর ছয়েক ধরে তাঁকে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আর কলকাতার উপর তাঁর অসাধারণ ছবির এ্যালবামটিও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। বর্ণময় বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে শহর কলকাতার প্রাণস্পন্দন যেন অন্তরে অনুভর করেছেন রঘুবীর সিং--- তাঁর ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডারে চোখ রেখে।

তবে ফোটোগ্রাফি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা রঘুবীর একেবারে পছন্দ করতেন না। ফোটোগ্রাফিক মন্তাজ, সালারাইজেশন টেকনিক্ ইত্যাদি তাঁর কাছে নিতান্তই অর্থহীন বলেই মনে হত। এমন কি অভিনব কোন দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি সব সময় ছরি তুলতে চাইতেন না। বেশিভাগ ছবি তিনি তুলতেন তাঁর আই লেভেল থেকে। অবশ্য ভিড়ের মধ্যে কাজ করার সময় সামান্য উঁচু এ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুলতেও তাঁর আপত্তি ছিল না।

রঘুবীর ছিলেন মূলতঃ নিকন্ ক্যামেরা ব্যবহারের পক্ষপাতী । বেশীরভাগ সময় সঙ্গে থাকত ৫০ মিমি ও ৮৫ মিমি দু'টি লেন্স। কিন্তু টেলি ফোটো লেন্সে ছবি তোলা তিনি তেমন পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে ১৫০ মিমি বেশী শক্তির টেলিলেন্সে ছবি তোলার সময় সতর্ক না হলে অনেক ভাল ছবির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। রাস্তায় ছবি তুলতে হলে তিনি বেছে নিতেন ৩৫ মিমি লেন্সযুক্ত একটি লাইকা এম-৪ রেঞ্জ ফাইণ্ডার ক্যামেরা।

আউটডোরে কাজ করার সময় তিনি বেশী ব্যবহার করতেন কম স্পিডের কোডক্রোম - ২৫ রঙীন ফিল্ম। রাস্তাঘাটেছবি তে ালার সময় তিনি কখনও কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইতেন না। দু'একটা ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে কাজ সারতেন।

একসময় ন্যাশানাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিনে আন্দামানের উপর একটা বড় মাপের কাজ করেছেন রঘুবীর সিং। আন্দাম ানের আদিবাসী জারোয়া আর সেন্টিনেলিজদের মধ্যে ছবি তুলতে গিয়ে তাদের নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। এছাড়া কুম্ভমেলার উপর তাঁর এক বর্ণময় ফোটো ফিচারও ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস্, ষ্টার্ণ, লাইফ ইত্যাদি নামীদামী পত্র- পত্রিকার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। টাইম - লাইফ প্রক াশনের হয়ে তিনি প্যারিসের উপর অনবদ্য এক ছবির বই বার করেছিলেন। রাজস্থানের উপর তাঁর উল্লেখ্য চিত্র রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছুদিন।

ক'বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

দিলীপ মেহতা

চিত্রসাংবাদিকতা জগতের অন্যতম সুপারষ্টার হলেন ভারতীয় চিত্রসাংবাদিক দিলীপ মেহতা। গ্ল্যামার ও সাফল্যে যাঁর জুড়ি মেলা ভার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সারা জাগানো এই চিত্র সাংবাদিকের জীবন যেমন বর্ণময় তেমনি কৌতুহলোদ্দীপক। দুন স্কুলের ছাত্র দিলীপের প্রথাগত শিক্ষায় তেমন আগ্রহ কোন কালেই ছিল না। তাই কোনোরকমে অর্থনীতিতে স্নাতক হয়ে পাড়ি দিলেন নিউইয়র্কে। ভর্তি হলেন ব্রুকলিনের বিখ্যাত 'প্রাট ইন্সটিটিউট'-এ। ওখান থেকে বেরিয়ে চাকরি পেলেন কে ডিজাইন সংস্থায়। আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে বছরখানেক কাজ করার পর ভাল না নাগায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে এলেন বোন দীপার কাছে--- কানাডায়।

এরপর সময় কাটাবার জন্য ভগ্নিপতি পল শ্যলজম্যানের পেনট্রাক্স ক্যামেরাটা ধার করে নিয়ে ছবি তোলা শু করে দিলেন। সারা কানাডা ঘুরে বেড়িয়ে প্রচুর ছবি তুললেন। ছবি তুলতে তুলতেই ফোটোগ্রাফিতে প্রকৃত আগ্রহ জন্মাল। পরে যোগ দিলেন 'কন্টাক্ট প্রেস ইমেজেস' বলে এক ফোটো এজেন্সিতে।

এঁদের হয়ে ১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ছবি তুলতে দিলীপ ভারতে আসেন। তাঁর নির্বাচন সংক্রান্ত ছবিগুলি পরে বার হয় 'টাইম' পত্রিকায়। শুধু তাই নয়, তাঁর তোলা মোরারজী দেশাইয়ের ছবিও 'টাইম' -এর কভারে ছাপা হয়েছিল।

এরপর তেইশ বছরের এই তণ চিত্রসাংবাদিককে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

পরবর্তীকালে লাইফ, নিউজ উইক, ন্যাশানাল জিওগ্রাফি, জিও, লণ্ডন সানডে টাইমস, নিউইয়র্ক টাইমস্, প্যারিস ম্যাচ্, ডার স্পাইজেল, ষ্টার্ণ ইত্যাদি পৃথিবীর নামীদামী এমন কোন পত্র-পত্রিকা নেই যেখানে দিলীপের তোলা ছবি বার হয়নি। চিত্রসাংবাদিক হিসাবে তাঁর সাফল্য আকাশ ছুঁয়েছে।

'লণ্ডন সানডে টাইমস্' -এর হয়ে দিলীপ চার্লস্ ও ডায়নার বিয়ের ছবি তুলেছেন। 'টাইম' পত্রিকার হয়ে সিওল অলিম্পিক কভার করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনকে নিয়ে তাঁর অনবদ্য ছবির পোর্টফেলিও বার হয়েছে। নেহে পরিবারের বহু এক্সক্লুসিভ ছবি তাঁর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। নেদারল্যাণ্ডের আশ্রম মহর্ষি যোগী দিলীপকে তাঁর ছবি তোলার জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন। এমন কি বিখ্যাত গায়ক মাইকেল জ্যাকসনের ছবি তোলার জন্য দিলীপ তাঁর সাথে লস - এঞ্জেলস্-এর পশুচারণ খামারে দশদিন কাটিয়েছিলেন।

আবার ভোপালের ভয়ঙ্কর গ্যাস দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দিলীপ ক্যামেরা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছেন। দুর্গতমানুষদের দুঃখকষ্ট তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে। এই সব হতভাগ্যদের কণ অবস্থা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বহুবার বিদেশ থেকে এখানে ছুটে এসে ছবি তুলেছেন। দিলীপের তোলা সে সব ছবি পরে বিখ্যাত 'জিও' ম্যাগাজিনে পঁচিশ পাতা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এবার পাঞ্জাব দাঙ্গার ছবি তুলতে গিয়ে দিলীপ প্রায় মরতে মরতে প্রাণে বেঁচেছেন । তবে কাজের সময় যেকোন বিপদের স ামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি দ্বিধা করেন নি। দিলীপ ছিলেন প্রকৃত জেট বিহারী ভবঘুরে। ছবি তোলার জন্য তাঁকে সারা পৃথিবী চষে বেড়াতে হত। কানাডার এক সাময়িক পত্রিকা 'অ্যাপ্লায়েড আর্টস্' -এ দিলীপ সম্পর্কে বলা হয়েছে '.....বারো মাসের মধ্যে দু'বার সারা ঝি ঘুরেছেন। সতেরোটা দেশে থেকেছেন। পাঁচ পাঁচটিক্যামেরাও খান পনেরো লেন্স নিয়ে সারা সপ্তাহে প্রতিদিন আঠারো ঘন্টা করে পরিশ্রম করে পঞ্চাশ হাজার ছবি তুলে নিয়ে এসেছেন।'

তবে প্রথম শ্রেণীর বিমান ভ্রমণের বিলাসিতা ও পাঁচতারা হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও, দিলীপ সাধারণ পারিবারিক জীবনের অভাব অনুভব করতেন। একদেশ থেকে অন্যদেশে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন।কাঁধের ক্যামেরা ও তার সাজসরঞ্জাম রাখার ব্যাগটা তাই সময় সময় ভীষন ভারি বলে মনে হত।
তবুও দিলীপের ছিল ছবি তোলাতেই আনন্দ। ক্যামেরার ভিউফাইণ্ডারে চোখ রেখেই তিনি সব কিছু ভুলে থাকতে চেয়েছেন।

(মিহিররঞ্জন মণ্ডলেন প্রকাশিতব্য 'চিত্রসাংবাদিকতা' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে কিছু অংশ । বইটি সম্পর্কে 'আজকের ফোটোগ্রাফি' দপ্তরে খোঁজ নিতে পারেন।)
ফটোগ্রাফি পত্রিকায় প্রকাশিত